পরিশিষ্ট □ ক
কোচবিহারের শিক্ষার অগ্রগতি ১৮৭১-১৮৮০

মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ সিংহাসনে বসেন ১৮৬৩ খ্রীঃ। এরপর দুই দশকে এই রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটে তা বিস্ময়কর। হান্টারের হিসেব অনুসারে ১৮৬১-৬২ থেকে ১৮৭০-৭১ এই দশ বছরের মধ্যে কোচবিহার রাজ্যে চিঠিপত্রের পরিমাণ পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে বই-পত্র ও সংবাদপত্রের প্রচলন বৃদ্ধি পায় বলে হান্টার উল্লেখ করেছেন (Hunter, Page A39-440)। কোচবিহারের ডেপুটি কমিশনার ড্যাল্টন ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছেন যে তাঁদের প্রচেষ্টায় শিক্ষার ক্ষেত্রটিতে ঈর্ষিত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। কোচবিহার সমগ্র আসাম, জলপাইগুড়ি ও রংপুরের তুলনায় এক্ষেত্রে অগ্রগামী (W.B. Dist. Gazetters, Koch Bihar, Durgadas Majumder, Page No. 175) নিম্নবর্ণিত ছকটি এই সত্যতা প্রমাণ করে ঃ

শিক্ষাবর্ষ	সরকারী	সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত	বেসরকারী	মোট
১৮৭১-৭২	৪	৪৯	২৯	৮২
১৮৭৩-৭৪	৬	১১১	৮২	১৯৯
১৮৭৪-৭৫	৭	১৪৬	৯২	২৪৫
১৮৭৫-৭৬	৭	১৭৭	৯৮	২৮২
১৮৭৯-৮০	৬	২৮৯	৯৫	৩৯০

পরিশিষ্ট □ খ

ভিক্টোরিয়া কলেজের কতিপয় কৃতী ছাত্র

১. **অক্ষয় কুমার পন্ডিত ঃ** কলেজের প্রথম ছাত্র যিনি ১৮৮৯ সালে গণিত শাস্ত্রে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন।

২. **অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য ঃ** ১৮৯৮ সালের বি. এ. পরীক্ষায় আসামের সেরা ছাত্র ("Best successful B. A. candidate from Assam") বিবেচিত হওয়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পদক লাভ করেন।

৩. **অমিয় ভূষণ মজুমদার ঃ** ১৯৩৪-৩৯ কলেজের ছাত্র ছিলেন। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। বঙ্কিম ও একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত।

৪. **অমূল্য রতন গুপ্ত ঃ** ১৯১৮ সালের বি. এ. পরীক্ষায় ইংরাজী অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে সপ্তম স্থান অধিকার করেন। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত দীর্ঘ বত্রিশ বছর কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক পদে আসীন ছিলেন। সাহিত্য-সাধক ও প্রাবন্ধিক। কিছুদিন "কোচবিহার দর্পণ" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

৫. **অশ্রুমান দাশগুপ্ত ঃ** ১৯১৫ সালে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের গৃহশিক্ষক এবং জেনকিন্স স্কুলের শিক্ষক রূপে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন।

৬. **আব্বাসউদ্দীন আহমেদ ঃ** উত্তরবঙ্গের সুবিখ্যাত ভাওইয়া গানের সম্রাট। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন। ১৯২৪ সালে কিছুদিন এই কলেজে বি. এ. ক্লাশের ছাত্র ছিলেন।

৭. **উপেন্দ্রনাথ বর্মন ঃ** ১৯১৬ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত কলেজের ছাত্র ছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবনে অনুশীলন সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন। কর্মজীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে আসীন ছিলেন। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের প্রধান নেতা। 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস', 'রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ', 'উত্তর-বাংলার সেকাল ও আমার জীবন-স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

৮. **কনকচন্দ্র গোগাই ঃ** ১৯০১ সালের বি. এ. পরীক্ষায় আসামের সেরা ছাত্র বিবেচিত হওয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পদক লাভ করেন।

৯. **কালীমোহন ঘোষ ঃ** কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য-ধন্য ও শ্রী নিকেতনের প্রাণপুরুষ কালীমোহন ঘোষ এফ. এ. ক্লাশে অল্প কিছুদিন ছাত্র ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে কালীমোহন কলেজ ত্যাগ করে অনুশীলন সমিতি ও Anti-Circular Society-র কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী শান্তিদেব ঘোষ কালীমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

১০. **কুমুদবন্ধু চক্রবর্তী ঃ** আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছাত্র কুমুদবন্ধু ১৯০৯ সালের বি. এ. (অনার্স) পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই দুর্লভ কৃতিত্বের জন্য কুমুদবন্ধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত হেমন্ত কুমার পদক, Philip Samuel Smith Prize এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্মারক স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

১১. **ক্ষেত্রলাল সাহা ঃ** ১৯১১ সালে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন এবং ১৯১৯-২০ সালে অল্প কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেন।

১২. **চারুচন্দ্র রায় ঃ** ১৯৩১-৩৫ কলেজের ছাত্র ছিলেন। কলেজের নির্বাচিত ছাত্র-সংসদের প্রথম সম্পাদক। আজীবন নাট্যচর্চায় অনুরাগী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ 'চারু রায়ের দারোগগিরি'।

১৩. **দুর্গাকিংকর ভট্টাচার্য্য ঃ** ১৯৩৩ সালের আই. এ. পরীক্ষায় প্রশংসনীয় ফলাফলের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সারদা প্রসাদ মেধাবৃত্তি ও পদক লাভ করেন। এছাড়া, ঐ একই পরীক্ষায় বাংলা ও সংস্কৃতে সর্বোচ্চ মান অর্জনের জন্য যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বৃত্তি ও পদক এবং Pachete Scholarship & Prize লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে কলেজের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত। ১৯৪৭ সালে গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ ও রাজদ্রোহের অভিযোগে কলেজ থেকে বরখাস্ত। ১৯৭৯ সালে মালদা কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ।

১৪. **নলিনীকান্ত দে সরকার ঃ** ১৯১৩-১৬ কলেজের ছাত্র ছিলেন। বি. এ. পাশ করেন। পরবর্তীকালে সদর আদালতে ওকালতি করতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রচন্দ্র দে সরকার আজীবন কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্বশীল নেতা ছিলেন।

১৫. **পঞ্চানন বর্মা ঃ** কলেজ থেকে এফ. এ., বি. এ., এম. এ. (সংস্কৃত) এবং বি. এল পাশ করে ১৯০১ সালে রংপুর জজ কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের সংগঠক ও সমাজ-সংস্কারক। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নানান জনহিতকর কাজের পুরোধা। রাজবংশী সমাজে প্রথম এম. এ., বি. এল., ডিগ্রির অধিকারী।

১৬. **পদ্মনাথ দাস ঃ** প্রথম "কোচবিহারী" ভূমিপুত্র যিনি ১৮৯০ সালে বি. এ. পাশ করেন। পদ্মনাথ দাস বি. এ. পাশের আগে বি. এল. ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৭. **পুলকেশ দে সরকার ঃ** বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। ১৯২৫ সালে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশের ছাত্র ছিলেন। প্রাবন্ধিক। বহু গ্রন্থ-প্রণেতা। নলিনীকান্ত দে সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

১৮. **পুলিন বিহারী দাস ঃ** ১৮৯৯ সালে কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ করেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী ও ঢাকা অনুশীলন সমিতির সদস্যদের শিক্ষাগুরু।

১৯. **প্রফুল্ল রঞ্জন ধর ঃ** ১৯১৪ সালে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. এবং ১৯১৬ সালে এম. এ. পাশ করেন। ১৯১৬ সালে ইংরাজীর অধ্যাপক পদে যোগদান। ১৯৪৩ সালে কলেজের অধ্যক্ষ।

২০. **প্রবোধ চন্দ্র লাহিড়ী ঃ** ১৯২২ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় সংস্কৃতে সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনের জন্য Pachete Prize লাভ করেন।

২১. **বসন্ত কুমার রায় ঃ** ১৯০৫ সালে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন। ১৯১৭-২০ কলেজে অধ্যাপনা করেন।

২২. **ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ** ১৯১০ সালে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের নির্দেশে সরকারী চাকরি প্রত্যাখ্যান করে গ্রামে শিক্ষা-বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ১৯১৪ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ঢাকা বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ মালখানগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।

২৩. **রোওয়ান আলি খান ঃ** ১৯৩৩ সালের বি. এ. পরীক্ষায় বাংলা ভাষায় (মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে) সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত Muneeruddin Medal লাভ করেন।

২৪. **লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার ঃ** ১৯১০ সালে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

২৫. **শৈলজানন্দ ভট্টাচার্য্য ঃ** ১৯৩৩ সালের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র পদক ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বৃত্তি ও পদক লাভ করেন।

২৬. **সন্তোষ সরকার ঃ** ১৯১৫ সালের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বাংলা ভাষায় কৃতিত্বের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র পদক লাভ করেন।

২৭. **সত্যশরণ কাহালি ঃ** ১৯১৩ সালে বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সর্বেশ্বর এবং পূর্ণচন্দ্র স্মৃতি পদক লাভ করেন।

২৮. **সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ঃ** ১৮৯২ সালে কলেজ থেকে সর্বপ্রথম এম. এ. পাশ করেন। ১৮৯০ সালে এই কলেজ থেকেই ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন। কোচবিহার রাজ্যের নায়েব আহিলকার (এস.ডি.ও) এবং "The History of Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement" গ্রন্থের লেখক হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পুত্র।

সূত্র ঃ শুভেন্দু মজুমদার —' আধুনিক শিক্ষা ও কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ '

পরিশিষ্ট □ গ

চিত্রমালা

মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ

মহারাণী সুনীতি দেবী

কেশব চন্দ্র সেন

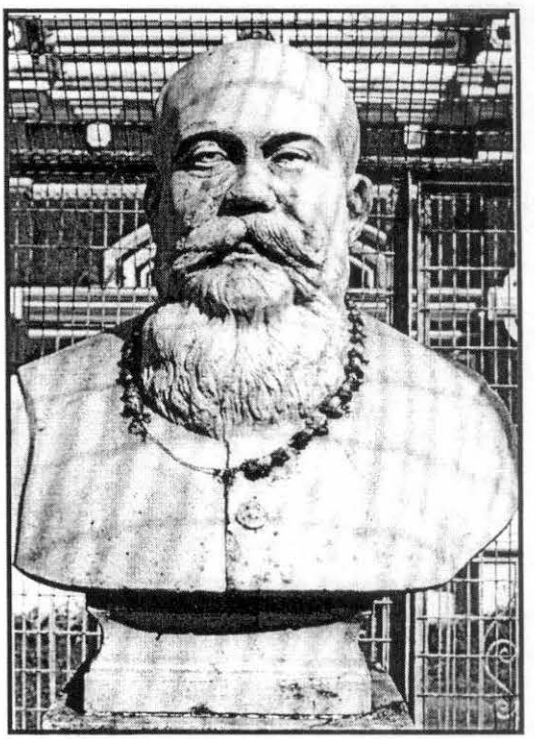

আবক্ষ মূর্তিঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীল — কলেজের সম্মুখে

কর্নেল হটন

রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর

নিরুপমা দেবী

যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী

কোচবিহার রাজপ্রাসাদ

মদনমোহন বাড়ি

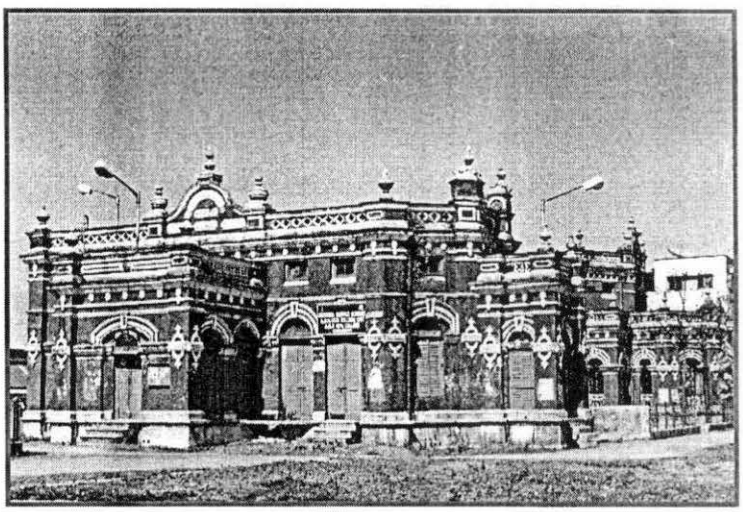

এ. বি. এন শীল কলেজ (পূর্বতন ভিক্টোরিয়া কলেজ)

পরিশিষ্ট □ ঘ

আপন হাতে নিজের কথায়

১৯ নম্বর ব্রিজ রোড
১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ -

প্রিয়তম দাদা

আপনার পত্র পাইয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। আমার উপর সকল কার্য্যে নির্ভর করিবেন আপনার ভালর কারণেই আমি আপনাকে লিখিয়াছিলাম। আপনি দূরে যত থাকিলে যাহাতে কার্য্য সকল ভালরূপে নির্ব্বাহ করিবেন এই আমার ইচ্ছা। আর সাহেবদের ও আইনের প্রতি মনোযোগ করিবেন। আমার আসামী কেশব বাবু নাইবের অনেক সম্বন্ধ আছে। কর্ণেল সাহেব যে কুচবিহারে কমিশনার ছিলেন পাঠাইয়াছেন কি Agreement আমাকে বর্ণপূর্ব্বক ২১ বৎসরের সময় দেওয়া যাইতে পারে অথবা ১৮ বৎসরের সময় দেওয়া যাইতে পারে। আমি এই কথা কমিশনারকে লিখিয়াছি যদি উত্তর পাই তবে আমি জানাইব। আপনার মঙ্গল সংবাদ লিখিবেন

স্নেহপূর্ব্বক
নৃপেন্দ্র -

~~Welcombe House,~~
~~188, Ewell Road,~~
~~Surbiton.~~

18 Mrs Cavendish Sq.
November 28th 1930

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তোমাদের [illegible]

[illegible]

ও [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কেমন?

ভগবান তোমাদের

মঙ্গল করুন [illegible]

এই প্রার্থনা করি।

[illegible]

[illegible]

উঁ

Woodlands.
8 Alipore Road
Calcutta
3rd Aug. 17

মাননীয় [illegible] বাবু

আমি আপনার শ্যামলি ও বেলনির্মলের বিল পাইয়াছি। যেখানে দাম যোগ করিতে ভুল হইয়াছিল সেখানে ঠিক করিয়া দিলেন আমার কাছে উনি পাঠাইয়া দিয়াছেন। [illegible] cash করিয়া আপনাকে টাকা দিবেন।

উক্ত যে কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছেন বলিয়াছি। [illegible] নিজেই উক্ত সূত্র এবং চিঠি লিখিয়াছেন। মনোরঞ্জনবাবু কি দিয়াছেন? [illegible] মধ্যে এমন কোনো [illegible] জানাইবেন। বেলনির্মলের কাজ আমার মতে [illegible] মনোরঞ্জনবাবুর স্ত্রী আমায় লিখিয়াছিলেন তিনি [illegible] কাজ করিবেন, [illegible] হয়, [illegible] যে আমার স্কুলের কাজ [illegible] হয়, তাহার আপনার স্ত্রী যখন সুস্থ ও সবল হইবেন তখন তিনিও করিবেন।

আশাকরি আপনারা সব ভাল আছেন। ছোট বাচ্চা ও খোকা কেমন? আপনার স্ত্রীকে আমার ভালবাসা দিবেন।

ইতি বিনীতা

শ্রী নিরুপমা দেবী।

পরিশিষ্ট □ ঙ

সুনীতি দেবীর স্মরণ সভার নিমন্ত্রণ পত্র (১৯৩২)

Her Highness Maharanee Sunity Devee, C. I., of Cooch Behar, the eldest daughter of the late Brahmananda Keshub Chunder Sen, departed this life on 10th November at Ranchi. A special Divine Service in her sacred memory has been arranged by the Navavidhan Brahmo Samaj and the family of Brahmananda, and is to be held at "Lily Cottage", 78, Upper Circular Road, on Sunday, the 27th November, at 8.30 a. m.

Your presence will be much appreciated.

Interment of Sacred Ashes – 8-30 a. m.
Divine Service – 9 a. m.

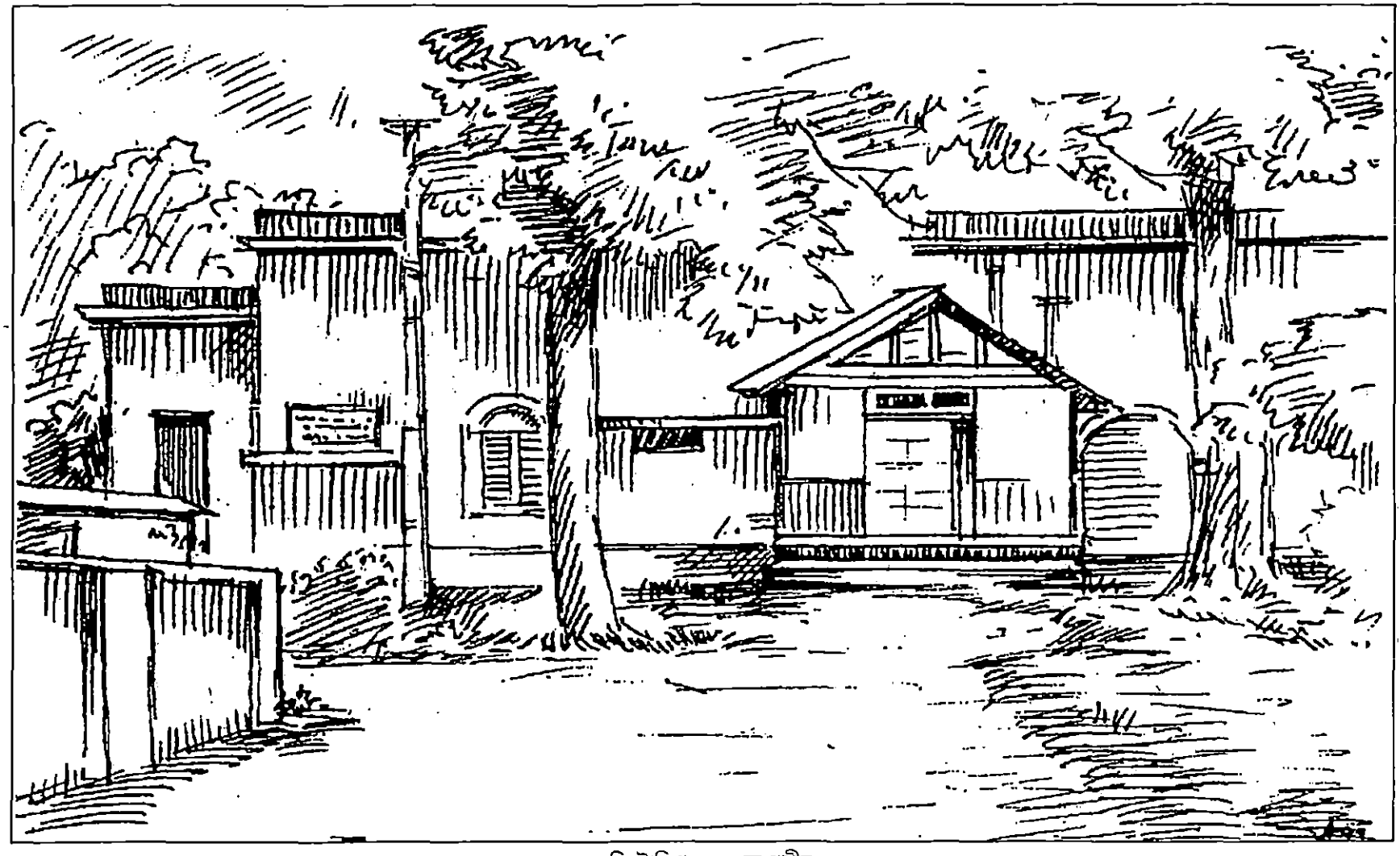

স্কেচ ঃ ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাচীন ভবন

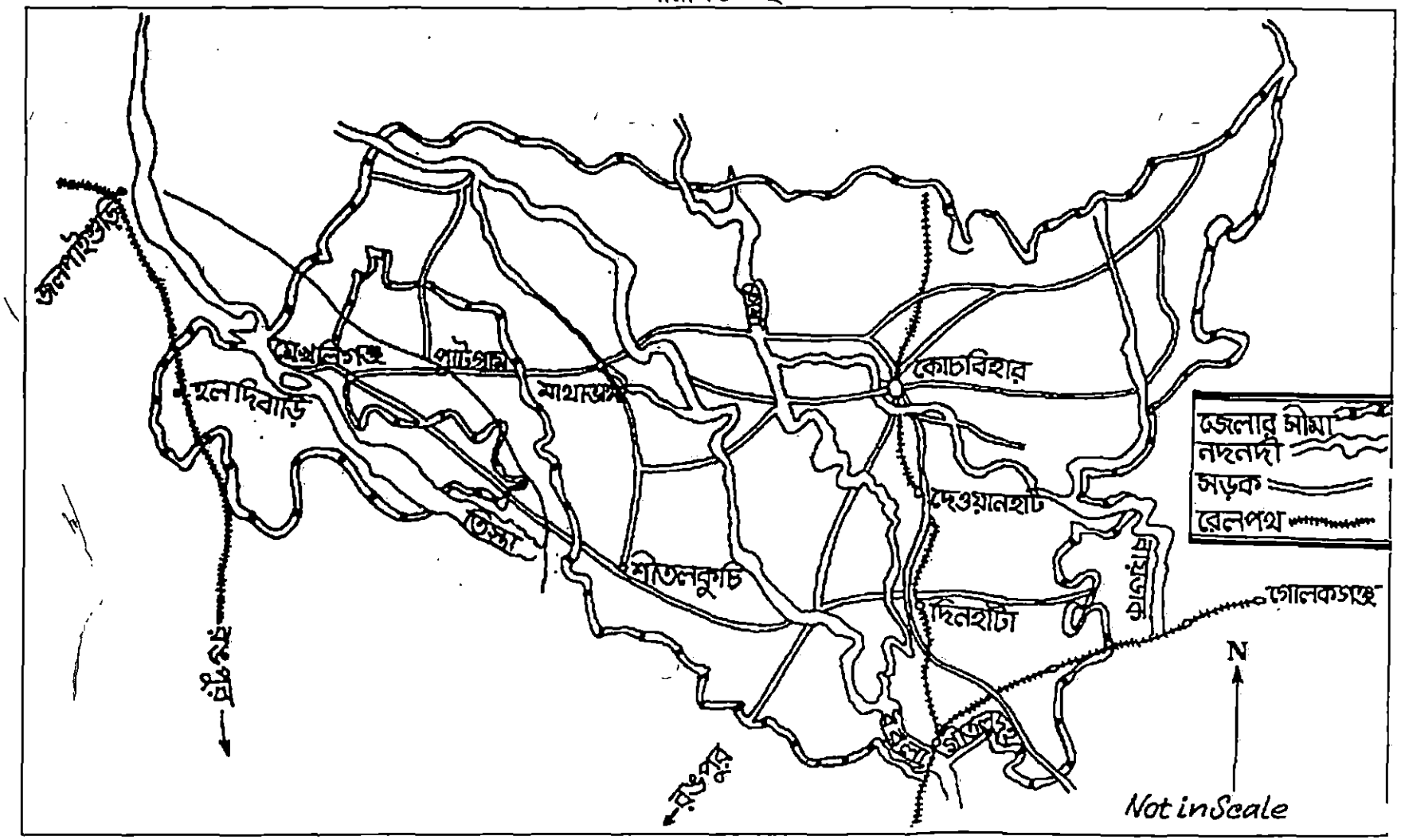

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার রাজ্য